মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২

গবেষণা বিভাগ

মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং

বাংলাদেশ ব্যাংক

এ প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা ই-মেইলঃ masud.rahman@bb.org.bd, arjina.efa@bb.org.bd এবং nazmun.mily@bb.org.bd তে পাঠানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা, ঋণ ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- ২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৬২০৬.৩৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬২৯৯.০৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২২ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯.৮৫ শতাংশ, যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (১৩.২১ শতাংশ) তুলনায় কম। *পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নীট বৈদেশিক সম্পদের হ্রাসমান ধারা মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২২ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৪.০১ শতাংশ, যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৭৭ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১১.৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। *আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি খাতেও ঋণের প্রবৃদ্ধি হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২২ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১১.২৯ শতাংশ যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৮০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ৮.৭৯ শতাংশের তুলনায় বেশি। *কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব হ্রাসের প্রেক্ষিতে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুনরায় কিছুটা সক্রিয় হওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রয়েছে।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩২৩৬.৬৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩২১১.৫৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২২ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫.৭৬ শতাংশ, যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.০০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রবৃদ্ধি ১১.২৬ শতাংশের তুলনায় কম। *বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ, ২০২২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২১ শেষের যথাক্রমে ৫.৫৫ শতাংশ এবং ৬.০৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৭৫ শতাংশ এবং ৬.২২ শতাংশ। *মূলতঃ গড় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।*

তারল্য ও সুদ হার পরিস্থিতি

- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ মার্চ'২২ শেষে দাঁড়ায় ৪২৫৫.৫৫ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৪৩৮৩.৭৪ বিলিয়ন টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৩৯৭০.০৪ বিলিয়ন টাকা। *দেশের আমদানি ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ খাতে চাহিদা বৃদ্ধির সূত্রে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ফলে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তরল সম্পদের পরিমান হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪.০১ শতাংশ। একই সময়ে আগামের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৭.১১ শতাংশ। *বাজারভিত্তিক আগামের সুদের হার হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট পর্যাপ্ত তারল্যের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদহারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৩.৯২ শতাংশ ও ৪৪.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩২৬৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৪.১৭ শতাংশ এবং ২৮.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২২৫৫৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১০.৫১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫০৫৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ (inflow) বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে বেশ কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৫৬৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।
- মার্চ'২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪১৪৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গড়ে বর্তমান সময়ের ৪.৪ মাসের চলতি আমদানি ব্যয়ের সমান।
- মার্চ'২২ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় শতকরা ০.৪৬ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ৮৬.২০ টাকায় দাঁড়ায়।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৭.৭৭ শতাংশ, যার বিপরীতে মার্চ'২২ পর্যন্ত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৪.০১ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ১৪.৮০ শতাংশ, যার বিপরীতে মার্চ'২২ পর্যন্ত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১১.২৯ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ৫.৩০ শতাংশের বিপরীতে মার্চ'২২ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৭৫ শতাংশ। ডিসেম্বর'২১ শেষের তুলনায় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি উভয়ই বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্চ'২২ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৫৬৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৬২০৬.৩৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬২৯৯.০৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ২.২০ শতাংশ ও ০.৩৫ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা সরবরাহের উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৩.৪৫ শতাংশ হ্রাস এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২২ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯.৮৫ শতাংশ, যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (১৩.২১ শতাংশ) তুলনায় কম। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নীট বৈদেশিক সম্পদের হ্রাসমান ধারা মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, মার্চ'২২ শেষে বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পেয়েছে ১.৬০ শতাংশ, যা মার্চ'২১ শেষে ২৯.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একইসময়ে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৩.৫৪ শতাংশ, মার্চ'২১ শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৭৪ শতাংশ (চার্ট-১)।

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

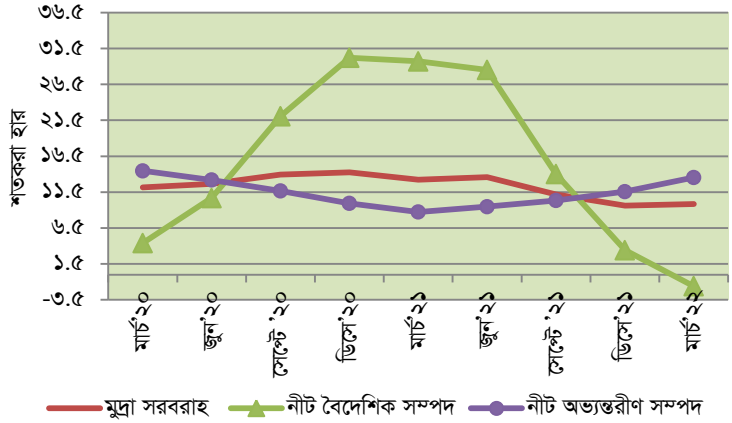

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৫৩২১.৮৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৬২৭.১২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪.৩১ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২২ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৪.০১ শতাংশ, যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৭৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১১.৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি খাতেও ঋণের প্রবৃদ্ধি হওয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত (cumulative) নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ডিসেম্বর, ২০২১ শেষের তুলনায় ০.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৫৪.৯৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৩.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ, ২০২২ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ৩১.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৩৩.৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ৪.০২ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ২.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৪.৩৪ শতাংশ এবং ১.৬৭ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২২ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১১.২৯ শতাংশ যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৮০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ৮.৭৯ শতাংশের তুলনায় বেশি (চার্ট-২)। কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব হ্রাসের প্রেক্ষিতে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুনরায় কিছুটা সক্রিয় হওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি হয়েছে এবং তা লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ মার্চ ২০২১ শেষের ৮৪.৬৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০২২ শেষে দাঁড়ায় ৮২.৬৪ শতাংশ।

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

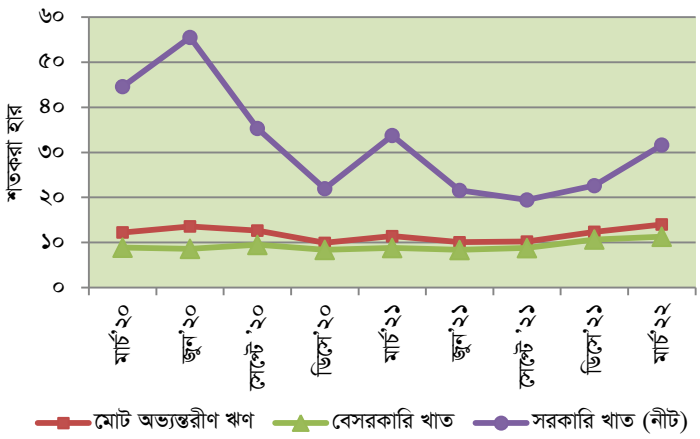

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৩.৪৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৫৬৪.০১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২.২৩ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২২ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১.৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যেখানে জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৩৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৯.৭১ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

[১] accrued interest সহ

রিজার্ভ মুদ্রা

২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩২৩৬.৬৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩২১১.৫৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ০.১০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.১৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদে দায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ৩০৯.৪১ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে (-) ২৩৬.০০ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৩৫৪৬.০৭ বিলিয়ন টাকা থেকে ২.৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৪৪৭.৫৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত (cumulative) নীট্ ঋণের পরিমাণ ৭৩.৪০ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১৮.০৯ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২২ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫.৭৬ শতাংশ, যা জুন'২২ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.০০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের প্রবৃদ্ধি ১১.২৬ শতাংশের তুলনায় কম (চিত্র-৩)। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ, ২০২২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

চার্ট-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

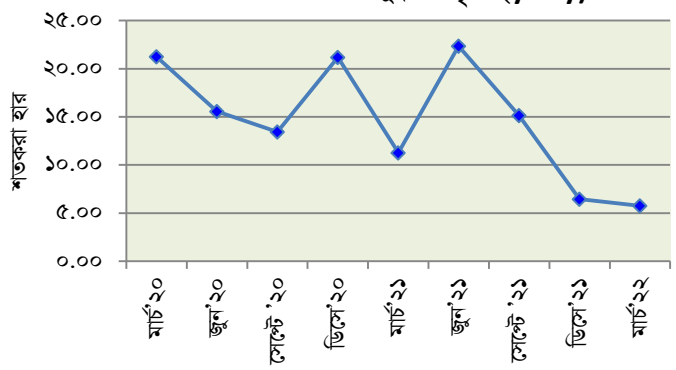

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

মার্চ'২২ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২৫৫.৫৫ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর'২১ এবং মার্চ'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৪৩৮৩.৭৪ বিলিয়ন ও ৩৯৭০.০৪ বিলিয়ন টাকা। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মোট তরল সম্পদের মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ (unencumbered approved securities) এর পরিমাণ ৩১৬৫.৬৫ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭৪.৩৯ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৮৮০.৭৩ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২০.৭০ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের (cash in hand) পরিমাণ ২০৯.১৬ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৪.৯২ শতাংশ) (চার্ট-৪ এবং ৫)। দেশের আমদানি ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ খাতে চাহিদা বৃদ্ধির সূত্রে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ফলে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তরল সম্পদের পরিমান হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

চার্ট-৪ঃ মোট তরল সম্পদের গতিধারা

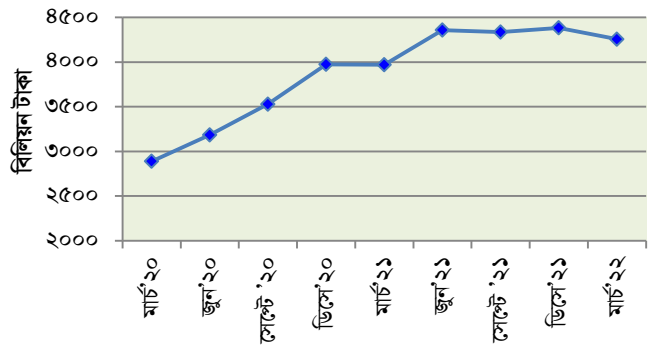

চার্ট-৫ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি (মার্চ ২০২২)

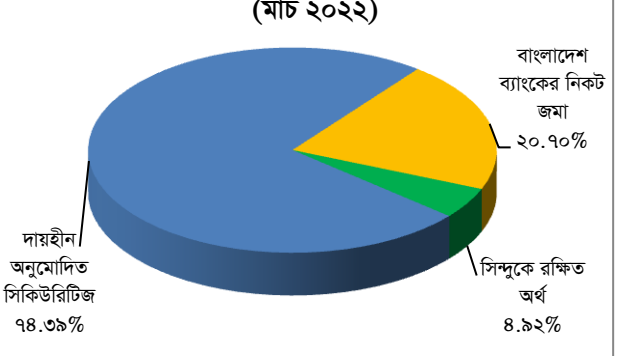

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

মার্চ'২২ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের (deposits) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (৩.৯৯ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের (৪.৪০ শতাংশ) তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.০১ শতাংশ। অপরদিকে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (৭.১৮ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের (৭.৪৫ শতাংশ) তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.১১ শতাংশ। বাজারভিত্তিক আগামের সুদের হার হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট পর্যাপ্ত তারল্যের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদহারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.১০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ শেষে ছিল ৩.১৯ শতাংশ।

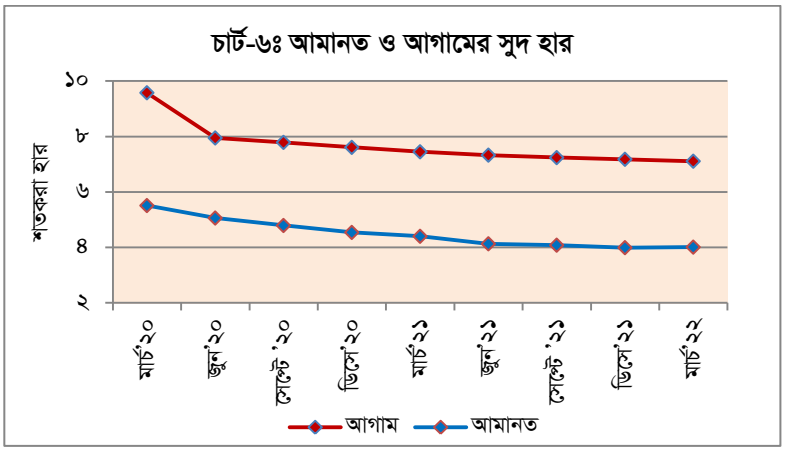

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মূল্যস্ফীতি

গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২১ শেষের যথাক্রমে ৫.৫৫ শতাংশ এবং ৬.০৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৭৫ শতাংশ এবং ৬.২২ শতাংশ। মূলতঃ গড় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

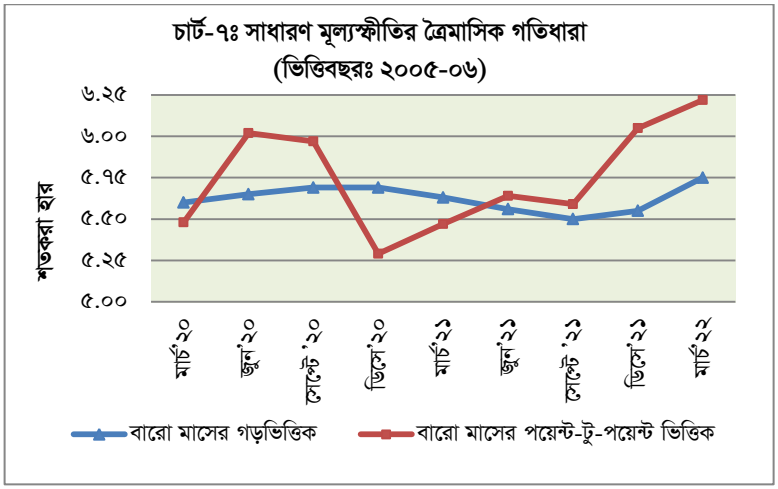

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৪৭ শতাংশ ও ৬.১৯ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৩০ শতাংশ ও ৫.৯৩ শতাংশ।

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ'২২ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.৩৪ শতাংশ ও ৬.০৪ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৪৬ শতাংশ ও ৭.০০ শতাংশ।

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন দেশের সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব ও মুদ্রানীতির আওতায় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচী জোরালো হওয়ার সূত্রে বৈশ্বিক চাহিদা বৃদ্ধি এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী ও ভোজ্য তেলসহ সকল ধরণের পণ্য (খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত) মূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশে সাধারণ গড় মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার (৫.৩ শতাংশ) মধ্যে সীমিত রাখা দুরূহ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৫। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৫.২৫ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.৭৫ ভাগে এবং রিভার্স রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়, যা আলোচ্য ত্রৈমাসিকেও কার্যকর ছিল।

কল মানিঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.২৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৪৬১৯.১১ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪৫৮৪.৯২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৭৫ শতাংশ বেশি। কলমানি বাজারে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও গড় ভারীত সুদহার মার্চ'২২ শেষে ডিসেম্বর'২১ শেষের ২.৬৬ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে।

রেপোঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ৮৭.৮৬ বিলিয়ন টাকার ১০৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নিলাম দু'টিতে ৩.৫৬ বিলিয়ন টাকার ১২টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

রিভার্স রেপোঃ আলোচ্য এবং পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ১৮৭.০১ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুরো অর্থের ২৪৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ৩৩১.৭১ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩২৭.৫১ বিলিয়ন টাকার ২৯৪টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং বাকি ৪.২০ বিলিয়ন টাকা প্রাইমারি ডিলার বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ১৪২.৮৬ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুরো অর্থের ৪২৭টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ১৭২.৮৫ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৬১.৯৭ বিলিয়ন টাকার ৪২৫টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং বাকি ১০.৮৮ বিলিয়ন টাকা প্রাইমারি ডিলার বরাবর ডিভল্ব করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৪.২৩১৮ শতাংশ থেকে ৭.৬২৬৭ শতাংশ এবং ২.৩৩০০ শতাংশ থেকে ৯.২০০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৫৩.১৮ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৭টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসব নিলামে ৩০১.০২ বিলিয়ন টাকার ১৫২টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য।

৬। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৩.৯২ শতাংশ ও ৪৪.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩২৬৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৪.১৭ শতাংশ এবং ২৮.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২২৫৫৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১০.৫১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫০৫৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ (inflow) বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে বেশ কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৫৬৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এছাড়া, আলোচ্য সময়কালে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট্) এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (MLT) বৃদ্ধির ফলে আর্থিক হিসাবে (financial account) উদ্বৃত্ত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ালেও লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে (overall balance) ১৩০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ আমদানি ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির বিপরীতে রপ্তানি আয় এবং অন্তর্মুখী রেমিট্যান্সের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় চলতি অর্থবছরে বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবের ঘাটতি তীব্র আকার ধারণ করায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে এরূপ ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে, যা টাকার বিনিময় হারের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৭। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। মার্চ, ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪১৪৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চার্ট-৮), যা বর্তমানে ৪.৪ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। ডিসেম্বর, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল ৪৬১৫৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৪.৮ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, মার্চ, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৪৩৪৪১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল উক্ত সময়ের ৪.৫ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩০ মে ২০২২ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪২১৯৭.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চার্ট-৮ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

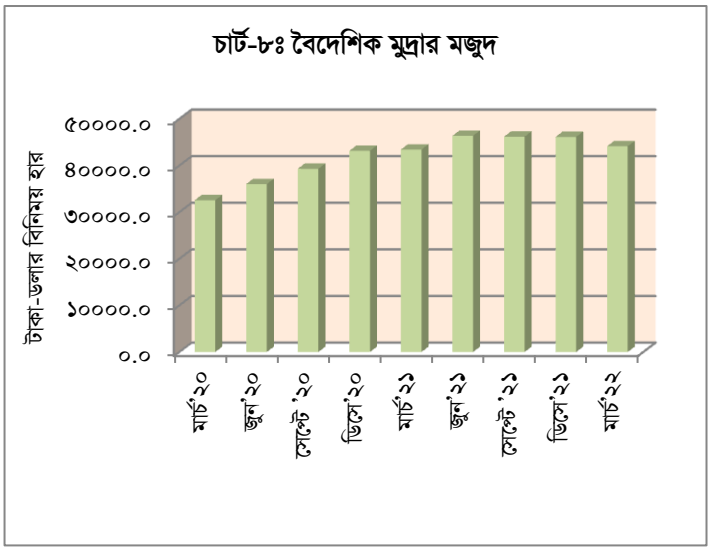

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

মার্চ, ২০২২ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ০.৪৬ ভাগ এবং ১.৬২ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ৮৬.২০ টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট-৯)। ডিসেম্বর, ২০২১ এবং মার্চ, ২০২১ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল যথাক্রমে ৮৫.৮০ এবং ৮৪.৮০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে চলতি অর্থবছরে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে অবচিতি চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যা প্রশমনে চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২ ত্রৈমাসিকে এবং পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে যথাক্রমে ১৫৫৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৫৩৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করলেও কোন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ৭৯৩৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ২৩৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল।

চার্ট-৯ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

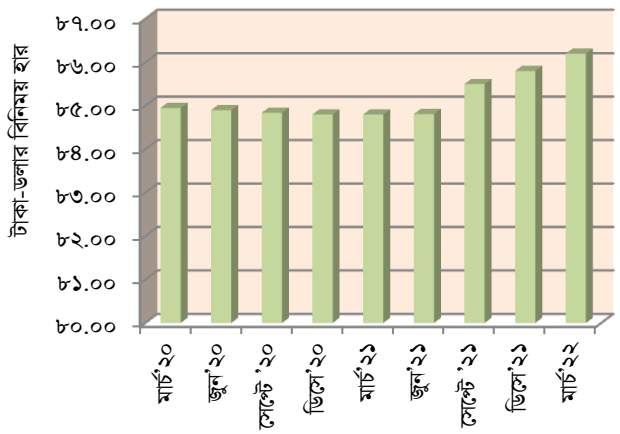

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate)

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক ডিসেম্বর, ২০২১ শেষের ১১৫.৫০ থেকে ০.০১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০২২ শেষে ১১৫.৪৯ এ দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০.২৪ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ১.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এ তুলে ধরা হলো।

৯। অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমজীবী মানুষের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয় বৈধ উপায়ে দেশে প্রত্যাবাসন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে ২.০ শতাংশ প্রণোদনা/ নগদ সহায়তা প্রদানের বিদ্যমান হার বাড়িয়ে ২.৫০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। (এফইপিডি ০২/০১/২০২২)
- দেশের বাণিজ্য লেনদেনে সুষম পরিবর্তন আনয়নে জুন'২০২২ পর্যন্ত বাণিজ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে কাঁচামাল আমদানি ব্যয় মেটানোসহ ব্যাক-টু-ব্যাক আমদানি এবং কৃষি উপকরণ ও সার আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য এলসির ইউজ্যান্স সময়সীমা ২৭০ দিন পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে এবং বিটিএমএ ও বিজিএমইএ এর সদস্যদের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) এর সীমা ২৫ মিলিয়ন থেকে ৩০ মিলিয়ন এ উন্নীতকরণ এবং উক্ত ঋণের সময়সীমা ৯০ দিন হতে ২৭০ দিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। (এফইপিডি ০৬/০১/২০২২)
- আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে সফটওয়্যার ও আইটিইএস সেবা রপ্তানির বিপরীতে ৫,০০০.০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে টিটি বার্তার ভাষ্যে আমদানি সংশ্লিষ্ট তথ্য সূত্রের অবর্তমানে অর্থ প্রাপ্তির যথার্থতা নিশ্চিত সাপেক্ষে প্রচলিত হারে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রযোজ্য হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (এফইপিডি ০৬/০১/২০২২)
- পবিত্র রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, পণ্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে ভোজ্যতেল, ছোলা, ডাল, মটর, পেঁয়াজ, মসলা, খেজুর, ফলমূল এবং চিনিসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ১০ মে ২০২২ পর্যন্ত আমদানি ঋণপত্রের মার্জিনের হার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে শূন্য মার্জিনে ঋণপত্র খুলতে এবং আমদানি ঋণপত্রের কমিশন যথাসম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (বিআরপিডিঃ ১০/০৩/২০২২)
- কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে কর্মজীবি/শ্রমজীবি/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ আয়উৎসারী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ তাদের স্ব স্ব কর্ম হারানোর কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়ার ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫.০ বিলিয়ন টাকার "ঘরে ফেরা" শিরোনামে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (এসিডি ০৩/০১/২০২২)
- কোভিড-১৯ এর চলমান নেতিবাচক প্রভাবের প্রেক্ষাপটে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ/ বিনিয়োগ আদায় কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, তারল্য পরিস্থিতি উন্নয়ন ও আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে যে সকল ঋণগ্রহীতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের ঋণদায় সমন্বয়ে ইচ্ছুক বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম সচল রাখতে সমর্থ নয় সে সকল ঋণগ্রহীতার অনুকূলে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখভিত্তিক ঋণ স্থিতির ন্যূনতম ২ শতাংশ অর্থ ডাউন পেমেন্ট জমা দিয়ে এক্সিট সুবিধার আবেদন করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (ডিএফআইএমঃ ১৫/০২/২০২২)

উপসংহার

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান থাকলেও সার্বিকভাবে দেশের মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। এ সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে ঋণ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, খেলাপী ঋণের মাত্রা কমিয়ে আনা, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা, ব্যাংকিং খাতে দায়-সম্পদের ভারসাম্যহীনতা রোধ এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগের গতিধারা সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	মার্চ	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	মার্চ	ডিসেম্বর	মার্চ	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২২	২০২১	২০২১	২০২১	২০২০	২০২০	ডিসেম্বর'২১ এর	সেপ্টেম্বর'২১ এর	ডিসেম্বর'২০ এর	মার্চ'২১ এর	মার্চ'২০ এর
							তুলনায় মার্চ'২২	তুলনায় ডিসেম্বর'২১	তুলনায় মার্চ'২১	তুলনায় মার্চ'২২	তুলনায় মার্চ'২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৫৬৪.০১	৩৬৯১.৫৫	৩৭৭৫.৮৯	৩৬২১.৯৮	৩৫৬৯.৭৭	২৭৯২.৪৩	-১২৭.৫৪	-৮৪.৩৪	৫২.২১	-৫৭.৯৭	৮২৯.৫৫
							-(৩.৪৫)	-(২.২৩)	(১.৪৬)	-(১.৬০)	(২৯.৭১)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১২৭৩৫.০৬	১২৫১৪.৮০	১২০৮২.২৮	১১২১৫.৯৬	১১২১৭.০৭	১০৩১৪.২৪	২২০.২৬	৪৩২.৫২	-১.১১	১৫১৯.১০	৯০১.৭২
							(১.৭৬)	(৩.৫৮)	-(০.০১)	(১৩.৫৪)	(৮.৭৪)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১৫৬২৭.১২**	**১৫৩২১.৮৭**	**১৪৬৮৯.০৩**	**১৩৭০৭.৩৪**	**১৩৬৩৫.৭৬**	**১২৩০৪.৮৬**	৩০৫.২৫	৬৩২.৮৪	৭১.৫৮	১৯১৯.৭৮	১৪০২.৪৮
							(১.৯৯)	(৪.৩১)	(০.৫২)	(১৪.০১)	(১১.৪০)
i) সরকারি খাত (নীট)	২৩৫৪.৯৪	২৩৪৫.৪৪	২২৭৫.৪৫	১৭৮৯.১২	১৯১২.৮৩	১৩৩৭.৬৫	৯.৫০	৬৯.৯৯	-১২৩.৭১	৫৬৫.৮২	৪৫১.৪৭
							(০.৪১)	(৩.০৮)	-(৬.৪৭)	(৩১.৬৩)	(৩৩.৭৫)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৩৫৭.৭৯	৩৪৩.৯৬	৩০৬.৩৬	৩১৪.৩৯	৩০৯.৯০	৩০১.৪১	১৩.৮৩	৩৭.৬০	৪.৪৯	৪৩.৪০	১২.৯৮
							(৪.০২)	(১২.২৭)	(১.৪৫)	(১৩.৮০)	(৪.৩১)
iii) বেসরকারি খাত	১২৯১৪.৩৯	১২৬৩২.৪৭	১২১০৭.২২	১১৬০৩.৮৩	১১৪১৩.০৩	১০৬৬৫.৮০	২৮১.৯২	৫২৫.২৫	১৯০.৮০	১৩১০.৫৬	৯৩৮.০৩
							(২.২৩)	(৪.৩৪)	(১.৬৭)	(১১.২৯)	(৮.৭৯)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৮৯২.০৬	-২৮০৭.০৭	-২৬০৬.৭৫	-২৪৯১.৩৮	-২৪১৮.৬৯	-১৯৯০.৬২	-৮৪.৯৯	-২০০.৩২	-৭২.৬৯	-৪০০.৬৮	-৫০০.৭৬
							(৩.০৩)	(৭.৬৮)	(৩.০১)	(১৬.০৮)	(২৫.১৬)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১৬২৯৯.০৭**	**১৬২০৬.৩৫**	**১৫৮৫৮.১৭**	**১৪৮৩৭.৯৪**	**১৪৭৮৬.৮৪**	**১৩১০৬.৬৭**	৯২.৭২	৩৪৮.১৮	৫১.১০	১৪৬১.১৩	১৭৩১.২৭
							(০.৫৭)	(২.২০)	(০.৩৫)	(৯.৮৫)	(১৩.২১)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৩৭৫৫.৫৫	৩৭৯৩.১১	৩৬৬৫.৬৭	৩২৯৭.৭৮	৩৩৬৩.৮৪	২৯০৯.৫৫	-৩৭.৫৬	১২৭.৪৪	-৬৬.০৬	৪৫৭.৭৭	৩৮৮.২৩
							-(০.৯৯)	(৩.৪৮)	-(১.৯৬)	(১৩.৮৮)	(১৩.৩৪)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২১২৬.৮৭	২১০৭.২৩	২০৯৬.১৮	১৮৪২.১৬	১৮৭৪.৬৩	১৭৩৩.৪৮	১৯.৬৪	১১.০৫	-৩২.৪৭	২৮৪.৭১	১০৮.৬৮
							(০.৯৩)	(০.৫৩)	-(১.৭৩)	(১৫.৪৬)	(৬.২৭)
ii) তলবি আমানত	১৬২৮.৬৯	১৬৮৫.৮৮	১৫৬৯.৪৮	১৪৫৫.৬২	১৪৮৯.২১	১১৭৬.০৭	-৫৭.১৯	১১৬.৪০	-৩৩.৫৯	১৭৩.০৭	২৭৯.৫৫
							-(৩.৩৯)	(৭.৪২)	-(২.২৬)	(১১.৮৯)	(২৩.৭৭)
খ) মেয়াদি আমানত	১২৫৪৩.৫১	১২৪১৩.২৪	১২১৯২.৫০	১১৫৪০.১৬	১১৪২৩	১০১৯৭.১২	১৩০.২৭	২২০.৭৪	১১৭.১৬	১০০৩.৩৫	১৩৪৩.০৪
							(১.০৫)	(১.৮১)	(১.০৩)	(৮.৬৯)	(১৩.১৭)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩২১১.৫৬	৩২৩৬.৬৬	৩২৩৩.৩৪	৩০৩৬.৬১	৩০৪০.৫৪	২৭২৯.১৮	-২৫.১০	৩.৩২	-৩.৯৩	১৭৪.৯৫	৩০৭.৪৩
							-(০.৭৮)	(০.১০)	-(০.১৩)	(৫.৭৬)	(১১.২৬)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৪৪৭.৫৬	৩৫৪৬.০৭	৩৬১৭.৩	৩৪৬৮.৪১	৩৪১১.৮১	২৬৩১.১৫	-৯৮.৫১	-৭১.২৩	৫৬.৬০	-২০.৮৫	৮৩৭.২৬
							-(২.৭৮)	-(১.৯৭)	(১.৬৬)	-(০.৬০)	(৩১.৮২)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-২৩৬.০০	-৩০৯.৪১	-৩৮৩.৯৬	-৪৩১.৮০	-৩৭১.২৭	৯৮.০৩	৭৩.৪১	৭৪.৫৫	-৬০.৫৩	১৯৫.৮০	-৫২৯.৮৩
							-(২৩.৭৩)	-(১৯.৪২)	(১৬.৩০)	-(৪৫.৩৫)	-(৫৪০.৪৮)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	১২৮.০৪	৫৪.৬৪	৭২.৭৩	-৯৭.৯৯	১৩.১৪	২২২.০১	৭৩.৪০	-১৮.০৯	-১১১.১৩	২২৬.০৩	-৩২০.০০
সরকারের নীট ঋণ							(১৩৪.৩৩)	-(২৪.৮৭)	-(৮৪৫.৭৪)	-(২৩০.৬৭)	-(১৪৪.১৪)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৪৪১৪৭.০০	৪৬১৫৪.০০	৪৬২০০.০০	৪৩৪৪১.০	৪৩১৬৭.০০	৩২৫৭০.১৬					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)[#]	৪২৫৫.৫৫	৪৩৮৩.৭৪	৪৩৩৫.৯৪	৩৯৭০.০৪	৩৯৭৫.০৩	২৮৮৯.৮৫					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	৩১৬৫.৬৫	৩২৫৬.৮৭	৩২০৯.৮৭	২৭৭৮.৪০	২৮০৪.৮৭	১৯০৮.৪৭					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮৬.২০	৮৫.৮০	৮৫.৫০	৮৪.৮০	৮৪.৮০	৮৪.৯৫					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১১৫.৪৯*	১১৫.৫০	১১৫.২২	১১২.৪১	**১১১.১৩**	১১৩.৭১					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৭৫	৫.৫৫	৫.৫০	৫.৬৩	৫.৬৯	৫.৬০					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ; *= সাময়িক

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।